প্র: ভারতের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

উ: সংবিধান বলতে কোন দেশের সেই সমস্ত লিখিত ও অলিখিত নিয়মকানুনের সমষ্টিকে বোঝায়, যার দ্বারা কোনো দেশের সরকার বা শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ভারতের সংবিধান হল লিখিত এবং এই সংবিধান ১৯৪৬ সালে গঠিত ক্যাবিনেট-মিশনের পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত। ভারতের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা হল।

১) বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান - ভারতের সংবিধান হল বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান, কেননা এই সংবিধানে ৩৯৫ টি ধারা, ২৫ টি অংশ, ১২ টি তপশিল এবং অসংখ্য উপধারা রয়েছে। আবার এ পর্যন্তকাল ভারত সংবিধান ১০০ বার (জুলাই, ২০১৬) সংশোধন হয়েছে।

২) প্রস্তাবনা - ভারতের সংবিধানের শুরুতে একটি প্রস্তাবনা যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৩) ভারত হল রাজ্য সমূহের সমবায় : ভারতের সংবিধানের ১ নং ধারায় বলা হয়েছে India, that is Bharat - shall be the union of States. ড: বি. আর. আম্বেদকর ভারতকে রাজ্য সমূহের সমবায় বলার পক্ষাতে দুটি যুক্তি উত্থাপন করেছেন, যথা -
(১) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় অঙ্গরাজ্য গুলির মধ্যে চুক্তির ফলে সৃষ্টি হয়নি; এবং
(২) যেহেতু চুক্তির ফলে সৃষ্টি হয়নি সেহেতু কোন অঙ্গ রাজ্যেরই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোন অধিকার নেই।

৪) নাগরিকতা সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা – ভারতের সংবিধানের দ্বিতীয় অংশে ৫ থেকে ১১ নং ধারা সমূহে নাগরিকতা অর্জন ও বিলুপ্তি সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা সমূহ সংযোজিত হয়েছে। ভারতবর্ষে নাগরিকতা অর্জনের ~~পদ্ধতিসমূহ~~ পদ্ধতিসমূহ হল, যথা – জন্মসূত্রে, রক্তের সম্পর্কে, স্বাভাবিক পদ্ধতি, নথিভুক্তকরণের মাধ্যমে এবং অন্তর্ভুক্তি করণের মাধ্যমে। অনুরূপভাবে নাগরিকতা বিলুপ্তির পদ্ধতিগুলি হল – স্বেচ্ছাকৃত ঘোষণা, বাতিলকরণ এবং বঞ্চিতকরণ।

৫) মৌলিক অধিকার – ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে ১২ থেকে ৩৫ নং ধারা সমূহে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ছয়টি মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। যথাক্রমে –

(i) সাম্যের অধিকার (১৪ - ১৮ নং ধারা পর্যন্ত)
(ii) স্বাধীনতার অধিকার (১৯ - ২২ নং ধারা পর্যন্ত)
(iii) শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার (২৩ - ২৪ নং ধারা পর্যন্ত)
(iv) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (২৫ - ২৮ নং ধারা পর্যন্ত)
(v) শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকার (২৯ - ৩০ নং ধারা পর্যন্ত)

৬) রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতি সমূহ – ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অংশে ৩৬ - ৫১ নং ধারা সমূহে এবং সংবিধানের ৩৭৩, ৩৫০ (ক) ৩৫১ নং ধারা সমূহে রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতি সমূহ বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানে সংবিধানের চতুর্থ অংশে ২৮ টি নির্দেশমূলক নীতি সংযোজিত হয়েছে।

৭) মৌলিক কর্তব্য সমূহ – ভারতের সংবিধান (৪২ তম সংবিধান সংশোধনী দ্বারা) চতুর্থ অংশে (ক) এবং ৫১ (ক) নং ধারায় ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দশটি মৌলিক কর্তব্য সংযোজন করা হয়েছে। আবার ২০০২ সালের ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে আরো একটি মৌলিক কর্তব্য সংযোজন করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, বর্তমানে মৌলিক কর্তব্যের সংখ্যা হল ১১ টি।

৮) <u>ক্ষমতা বন্টন</u>:- ভারতের সংবিধানে সপ্তম তফশিল অনুযায়ী তিনটি তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমূহের মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হয়। এই তিনটি তালিকা হল, যথাক্রমে — কেন্দ্র তালিকা - ১০১ টি বিষয়, রাজ্য তালিকা - ৬১ টি বিষয় এবং যুগ্ম তালিকা - ৫২ টি বিষয়। এই তিনটি তালিকার বহির্ভূত ক্ষমতাকে বলা হয় অবশিষ্ট ক্ষমতা, এবং সংবিধানের ২৪৮ (১) নং ধারা অনুযায়ী এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত।

৯) <u>দ্বৈত সরকার</u> — ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভারতে দুই ধরনের সরকারের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। যথা — কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার সমূহ।

১০) <u>তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা</u> - সংবিধানের ষোড়শ অংশে ৩৩০ থেকে ৩৪২ নং ধারা সমূহে সামাজিক ও শিক্ষাগত বিচারে অনগ্রসর শ্রেণী, তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং ~~[illegible]~~ ইঙ্গো-ভারতীয় সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য বিশেষ কিছু সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা সংরক্ষণ করা হয়েছে।

১১) <u>ভাষা সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থা</u> — সংবিধানের সপ্তদশ অংশে ৩৪৩ - ৩৫১ নং ধারা সমূহে ভাষা সম্পর্কিত বিধি ব্যবস্থা সমূহ বর্ণিত হয়েছে। বর্তমানে সংবিধানের অষ্টম তপশিলি সংযোজিত সরকারী ভাষার সংখ্যা হল ২২টি। সংবিধানের সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণিত ভাষা সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থাদির মধ্যে রয়েছে — (১) কেন্দ্রের সরকারী কার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা, (২) রাজ্যের সরকারী কার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা (৩) সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের কার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা। (৪) ভাষা সম্পর্কিত অন্যান্য সাংবিধানিক ব্যবস্থাসমূহ।

১২) <u>জরুরী ক্ষমতা সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা সমূহ</u> – সংবিধানের অষ্টাদশ অংশে ৩৫২ – ৩৬০ নং ধারা সমূহে ভারতের রাষ্ট্রপতির তিন ধরনের জরুরী ক্ষমতা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন – (১) জাতীয় জরুরী অবস্থা (৩৫২ নং ধারা) (২) রাষ্ট্রপতি শাসন (৩৫৬ নং ধারা) (৩) আর্থিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা (৩৬০ নং ধারা)

১৩) <u>গ্রামীন স্থানীয় সরকারের ধারণা</u> – ১৯৯২ সালে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীর আইনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ত্রিস্তর বিশিষ্ট গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থা বা পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এই ত্রিস্তর বিশিষ্ট গ্রামীন সরকারের তিনটি রূপ হল – গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ। সংবিধানের একাদশ তপশিলে এবং নবম অংশে ২৪৩ থেকে ২৪৩ (O) নং ধারা সমূহে গ্রামীণ স্বায়ত্ত সরকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪) শহরের স্থানীয় সরকারের ধারণা – ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসনের ন্যায় ~~শহরাঞ্চে~~ শহরাঞ্চলেও ত্রিস্তর বিশিষ্ট স্বায়ত্ত সরকারের ধারণা প্রবর্তিত হয়েছে। শহরাঞ্চলে স্বায়ত্ত সরকারের তিনটি রূপ হল – নগর পঞ্চায়েত, পৌর পরিষদ এবং কর্পোরেশন। সংবিধানের দ্বাদশ তপশিলে এবং নবম অংশ (ক) এ 243 (P) থেকে 243 (ZG) নং ধারা সমূহে শহরাঞ্চলের স্থানীয় সরকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে

১৫) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের অস্তিত্ব - সংবিধান অনুযায়ী ভারতে এক, অখন্ড ও ক্রমোচ্চস্তর বিন্যস্ত বিচার ব্যবস্থার নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। এই বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে সুপ্রীমকোর্ট। সংবিধানের পঞ্চম অধ্যায়ে ২২৪ - ২৪৭ নং ধারা সমূহে সুপ্রীমকোর্টের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় সুপ্রীমকোর্ট ভারতীয় রাজনীতিক ব্যবস্থায় সংবিধানের সূচনাকাল থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করে আসছে।

১৬) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট- কেন্দ্রীয় আইনসভা - ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম হল ইউনিয়ন পার্লামেন্ট। এর দুটি কক্ষ হয়েছে - লোকসভা ও রাজ্যসভা।

১৭) সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি - ভারতীয় সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারায় সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের কতগুলি বিষয় অতি সহজে পরিবর্তন করা যায় আবার কতগুলি বিষয় সংশোধন করার জন্য জটিল পদ্ধতি অনুসরন করতে হয়। তাই বলা হয় ভারতের সংবিধান হল অংশত: নমনীয় এবং অংশত: অনমনীয়।

১৮) সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার - সংবিধানের ৩২৬ ধারায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধান অনুসারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী - নির্ধন নির্বিশেষে ২১ বছর বয়স্ক এরকম প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের ভোটাধিকার আছে। বর্তমানে ২১ বছরের সীমাকে কমিয়ে ১৮ বছর করা হয়েছে।

ভারতের সংবিধানের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও এর আরো কতগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন - (১) কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের অস্তিত্ব (২) কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অস্তিত্ব (৩) একনাগরিকত্বের অস্তিত্ব (৪) দলত্যাগ বিরোধী আইনের ~~অস্তিত্ব~~ অস্তিত্ব ইত্যাদি। এইসকল বৈশিষ্ট্য-গুলি ভারতের সংবিধানকে বিশ্বের দরবারে ~~সম্মান~~ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

—